হিন্দু বিধবা বিবাহ

সমালোচনা।

আটঘরিয়া ও বাগবাটী কমিটীর

অনুমতি ক্রমে

শ্রীযাদব চন্দ্র রায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৯।

ঈশ্বরো জয়তি।

হিন্দু বিধবা বিবাহ সমালোচনী।

অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাগণের স্বামীর অভাব হইলে তাহাদিগকে পুনরায় বিবাহ দেওয়া যে শাস্ত্রসঙ্গত এ কথা শিক্ষিত মাত্রেই অবগত আছেন যে পর্য্যন্ত এই কার্য্য শাস্ত্রীয় এবং কর্ত্তব্য বলিয়া নিম্ন শ্রেণীস্থ জাতি সকলের মধ্যে পর্য্যবসিত না হইতেছে সে পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে সহজে প্রত্যেক পরিবারে এই প্রথা নিরাপদ ভাবে প্রচলিত হওয়ার আশা অতি কম। যাহাতে নিম্ন শ্রেণীদের এই কার্য্যে উৎসাহ এবং প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে তদুপদেশোপযোগী কতিপয় স্থূল স্থূল বিষয় অতি সহজ ভাষায় পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছি ভরসা করি এতৎ পাঠে সকলেরই এ কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি জন্মিবে এবং সকলেই উৎসাহের সহিত কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবেন।

এইক্ষুদ্র পুস্তকে যে কয়েকটী বিষয় লিপিবদ্ধ হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

১। কালে এই প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না?

২। সমাজ বন্ধনের উপায় বিধান ও লোক নির্ব্বাচন এবং সহজে কার্য্যোদ্ধারের সংক্ষেপ উপদেশ।

৩। স্বপক্ষ দলের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং বিপক্ষ দলের উত্তরোত্তর অবনতির নির্দ্দেশ।

৪। নিম্নস্থ জাতি বিশেষের নীচতা এবং মূর্খতার উল্লেখ।

৫। এই প্রথা প্রচলন না থাকা হেতু সামাজিক দুর্দ্দশার নির্দ্দেশ।

৬। এই কার্য্যে শাস্ত্রীয় স্থূল স্থূল বচনাদির উল্লেখ (উদ্ধৃত)।

৭। বিধবাগণের প্রতি সংক্ষিপ্ত উপদেশ।

৮। কমিটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৯। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বাক্ষরকারী মহাশয়গণের নাম উল্লেখে সর্ব্ব সাধারণের উৎসাহ, সাহস সংবর্দ্ধন এবং কার্য্যানুষ্ঠানের ভয় ভঞ্জন।

১০। শীল * জাতির প্রতিজ্ঞাপত্র এবং স্বাক্ষরকারীর নাম উল্লেখ।

১১। হিন্দুসমাজে এই প্রথা একেবারে অপ্রচলিত নহে তদ্বিষয়ের উল্লেখ এবং সামাজিক ব্যবহারাদির পরিচয় প্রদর্শন।

১২। উপসংহার (উদ্ধৃত)।

(১)

যে কার্য্যের ভাবীফল, সর্ব্বমঙ্গলকর পাপ প্রবাহ নিবৃত্তি কর সে কার্য্যে আজ হউক কাল হউক দশদিন পরে হউক অবশ্যই যে সিদ্ধ হয় এ কথা নিশ্চয়। বিধবাবিবাহ বিধি যে সময় প্রকাশিত হয় তখন কত লোক ইহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, এমন কি একথা শ্রবণ করাকেও অতিশয় ঘৃণাকর লজ্জাকর বিবেচনা করিতেন, এখন হয়ত তাহারা প্রকাশ্যে না হউক আন্তরিক একার্য্যে যোগ প্রদান করিতে সম্পূর্ণ যত্নবান বুঝা যায়। পূর্ব্বে তিন চারি বৎসরের অসীম অধ্যবসায়ে একটী মাত্র কার্য্য সংঘটনই কঠিন হইত, এইক্ষণ শিক্ষিত সমাজে বৎসর বৎসর কত কার্য্যের সংঘটন হইতেছে। এতদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হয়, কালে সর্ব্বত্রই বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতে পারিবেক। এতৎ প্রতিকূলে কোন বাধা প্রদত্ত হইলেও আর ইহা নিবৃত্ত থাকিবার নয়, কারণ শাস্ত্র সম্মত সৎকার্য্যের প্রতিকূলে সামাজিক ভ্রমান্ধতার অবস্থিতি কতক্ষণ সম্ভবে? যদিও কালে আপনা হইতে এ কার্য্য সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা; তথাপি সেই আশায় কাহারও নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নয়। নিম্নোক্ত রূপে সমাজ বন্ধনে প্রস্তুত হইয়া কার্য্যোদ্ধারে ব্রতী হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

(২)

সমাজের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন মুখের কথার মত সহজ নয়। সমাজ না ক্ষেপিলে সামাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটন বড় কঠিন। নূতন সমাজ বন্ধনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে তোমার প্রথমতঃ এই দেখা কর্ত্তব্য যে

---

* নাপিত।

এই পরিবর্ত্তনে সমাজের কোন্ প্রকারের লোক উৎসাহী এবং উদ্যোগী। অনুসন্ধানে নিযুক্ত হও, দেখিতে পাইবে হিন্দু জাতির প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে অবিবাহিতের * সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আপাততঃ এই সব অবিবাহিত পুরুষ তোমার এক মাত্র সমাজ বন্ধনের অবলম্বন; যে হেতুক এ কার্য্যের সঙ্গে তাঁহাদের বিলক্ষণ স্বার্থ ও সহানুভূতি স্বভাবতঃই সম্ভবে; সুতরাং ইহাদের দ্বারা তোমার যেরূপ সাহায্য চেষ্টা এবং উদ্যোগ হইবেক; হয়ত বিবাহিতের দ্বারা সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কম, কিন্তু যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের দ্বারাও তোমার উপকার হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

যিনি সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া স্থান এবং পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল দুঃখ প্রকাশে ব্যস্ত, তিনি সমাজের প্রকৃত বন্ধু নহেন; কেননা ইহাতে বিপক্ষ দলের প্রকারান্তরে উৎসাহ বর্দ্ধন করা হয় এবং নিজ সমাজ ভগ্নোদ্যম হইয়া দিন দিন শিথিল যত্ন হইতে পারে এমত লোক পরিত্যাগে প্রস্তুত হইও। যিনি ন্যায় অন্যায় বিচারে অক্ষম, যিনি পরোক্ষে নিন্দাবাদ প্রিয় এবং ভীরু এমত লোকের সঙ্গে মন্ত্রণায় বিরত হইও; যাহার মন ও রুচি অন্যরূপ তিনি অবিবাহিত হইলেও পরিত্যজ্য; আর যিনি অব্যবস্থিত চিত্ত, অর্থাৎ যাঁহার কার্য্যে ও বাক্যে সর্ব্বদা অধীরতা ও চঞ্চলতা প্রকাশ পায় এবং যিনি কোন বিষয়েরই মূল না দেখিয়া কেবল বাহিরের আড়ম্বর ভাল বাসেন, তিনি তোমার দল-ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নহেন অতএব তিনি পরিত্যজ্য। তুমি এই সকল ব্যক্তি পরিত্যাগে মান সম্ভ্রমাদির অপচয়ে তত ভয় না করিয়া নির্ব্বাচিত ব্যক্তি সকলের সঙ্গে সংমিলিত হইয়া মন্ত্রণা স্থির কর। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পরস্পর একতাবন্ধনে বদ্ধ হও; এরূপ দৃঢ়তা চাই যে পৃথিবী বিপক্ষ হইলেও সে পাশ শিথিল হইবার সম্ভাবনা না থাকে। এস্থলে জগৎ শেঠের এই প্রতিজ্ঞা বাক্যটী স্মরণ করা যাইতে পারে।

---

* যাহাদের বিধবা বিবাহ ব্যতীত অন্য উপায়ান্তর নাই; মৃতস্ত্রীকও এই শব্দে বোদ্ধব্য।

"সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো নক্ষত্র মণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল।"

সমাজের গ্লানিকে পদ দলিত কর; কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সমাজের কঠোর বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে যত্নশীল হও; যেহেতু তোমরা প্রতিজ্ঞাবন্ধনে বহুলোক একতায় উপনীত হইয়াছ। আবশ্যক হইলে এতদ্দ্বারাই তোমার নূতন সমাজ সংঘটিত হইতে পারে। ভাবী ফল প্রত্যাশায় তিরস্কার পুরস্কারবৎ জ্ঞান কর। কোনরূপ স্বার্থের হানি হইলে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। চতুর্দ্দিকস্থ বিপক্ষের হৃদয়ভেদী কোলাহল মর্ম্মভেদী আক্রোশ ক্রোধ এবং অপমান বোধ না করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর এবং সহিষ্ণু হও; যেহেতু এ কোলাহল এবং এ আক্রোশ চিরকাল স্থায়ী নহে। এ উদ্যমে যদি কাহার জীবনও যায় তাহাও অদেয় নহে; কেন না শত সহস্র জীবন রক্ষার স্থলে দুই একটী জীবন বিনষ্ট হইলে হানি কি? ইত্যাকার দৃঢ়তা ধারণ করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ কর; নিশ্চয় কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে এবং প্রতিবাদিগণও নিস্তেজ হইয়া কালে অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা, কেননা তাঁহাদের মধ্যেও ঘটনাক্রমে বিধবা বিবাহের মত পরিবর্ত্তনের অনেক কারণ উপস্থিত হইতে পারে।

শীঘ্র এবং সহজে কার্য্যসিদ্ধি করিবার ইচ্ছা থাকিলে শীল জাতি বিশেষকে সহকারী করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কেননা সমাজবন্ধনে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহাদের বিশেষ হাত এবং উপায় আছে; বিশেষতঃ ইহাদের জাতীয় একতাও অপেক্ষাকৃত প্রবল। উচ্চশ্রেণীর ন্যায় স্ব স্ব মত রক্ষণে কেহ ব্যস্ত নয়।

একতাবন্ধনে শ্রেণী বিশেষকে দশ, পনের ঘর করিয়া দলভুক্ত করিতে পারিলেই যথেষ্ট। আপাততঃ এই দলের মধ্যে আবশ্যকীয় কার্য্যাদি প্রচলন করিতে আরম্ভ কর; ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জিত এবং ভীত হইও না, কেননা কোন কার্য্যই এক অবস্থায় চিরকাল সমান থাকিতে পারে না; এক উন্নতি না হয় অবনতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে কার্য্য সর্ব্ব মঙ্গল-

কর যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থ নিহিত আছে, সে কার্য্যের পুষ্টতা বৈ কখনও অবনতি নাই। কালে তোমাদের এই সংগঠিত সমাজ, এই হেতু নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবেক, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কাহারও এ কথা বলা কর্ত্তব্য নয়; অগ্রে অমুক জাতি অগ্রসর হউন পশ্চাৎ আমরা অগ্রসর হইতেছি; ইত্যাদি গোলযোগে কার্য্য নষ্ট হওয়ারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা; যাঁহাদের এই কার্য্যে বিশেষ আবশ্যক পড়িয়াছে, স্বার্থের অনুরোধেই হউক কি ধর্ম্মের অনুরোধেই হউক, তাঁহারাই অগ্রে অগ্রসর হউন, কারণ কর্ত্তব্য বোধে কার্য্যক্ষেত্রে মনুষ্যকে যেরূপ পরিচালিত করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। অগ্র পশ্চাতে কি আসে যায়? ব্রাহ্মণ জাতি অন্যান্য জাতির সহকার ব্যতীত অগ্রে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার সম্ভব নাই; কেননা ইঁহাদের জাতীয় একতা তাদৃশ প্রবল নহে।

অগ্রে ব্রাহ্মণগণ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ না করিলে অন্যান্য জাতি নানারূপ আশঙ্কায় কার্য্যানুষ্ঠানে বিরত থাকিতে পারেন, এস্থলে বক্তব্য এই; ব্রাহ্মণগণ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রে প্রবেশ করিয়াও যে ফল, না করিলেও সেই ফল বুঝিতে হইবেক, কারণ কোন জাতিই ব্রাহ্মণ ব্যতীত কার্য্য করিতে সক্ষম নহে, এমত স্থলে কাহারও নিজ কার্য্যোদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণগণ আবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা তাঁহাদের অগ্রে অগ্রসর হওয়ায় বেশি লাভ কি? কার্য্যানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণ না আসিলে তো কার্য্যই উদ্ধার হইল না সুতরাং সামাজিক ভয়েরও কোন কারণ রহিল না। আর আসিলে তো কার্য্যোদ্ধারই হইল, তখন তোমার দলভুক্ত শ্রেণী বিশেষের দ্বারা নূতন সমাজ সংগঠন করিয়া বিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবারও উপায় হইল, এবং এই সমাজ চিরস্থায়ীত্বে এবং দৃঢ়ত্বে পরিপুষ্ট হইবারও কারণ হইয়া রহিল। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ব্রাহ্মণগণ কার্য্যে অগ্রে প্রবেশ করিলে অধিকতর সুবিধার বিষয় হয়; অতএব তৎপক্ষেও বিশেষ যত্নশীল হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

(৩)

তোমরা এইরূপে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে থাকিলে, বিপক্ষ দলভুক্ত অবিবাহিত পুরুষ এবং বিধবা ক্রমে ক্রমে তোমাদের দলভুক্ত

হইবেন, কেননা সুযোগ পাইলে স্বেচ্ছাতঃ কেহই যন্ত্রণা এবং অশান্তি ভোগে স্বীকৃত হন না। যদি দুরাচার দেশাচারের অনুরোধে বিপক্ষীয় কেহ কোন কুকার্য্যে রত হন, তখন তোমরাও তাঁহাদিগকে নিরস্ত রাখিতে বিলক্ষণ সুযোগ পাইবে, এমত অবস্থায় তোমাদের দল ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া বিপক্ষ দলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে; সুতরাং তৎকালে তোমরা অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া সম্পূর্ণ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।

(৪)

নিম্নশ্রেণীস্থ জাতি বিশেষের মধ্যে অনেকে বিবাহ করিতে না পারিয়া স্বজাতীয় বিধবা উপপত্নী রূপে রাখিয়া থাকে ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জা এবং ঘৃণা বোধ করে না। (বিধবা—বিবাহ—বিধি মুসলমানের; সুতরাং নীচ কার্য্য বিবেচনা করিয়া ভ্রূণ হত্যা এবং ব্যাভিচার পাপ প্রবাহ বিস্তার করে, ইহাতেও তাহারা নিজ সমাজে বদ্ধ নহে। কি আশ্চর্য্য! ইহাদের কিরূপ নীচ প্রবৃত্তি, কিরূপ মূর্খতার পরিচয়! এবং সমাজের গৌরব বৃদ্ধিরই বা কিরূপ নিদর্শন! ন্যায় পথে দণ্ডায়মান হইয়া দেখ, মুসলমান জাতি তোমাদের অপেক্ষা এ সম্বন্ধে সহস্রগুণে শিক্ষিত এবং সদাশয় কি না? এ কার্য্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই নিন্দিত ঘৃণিত এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া কখনই উল্লেখ করিতে পারিবেন না। যদি জানিতে চাও জিজ্ঞাসা কর, শিক্ষিত সকলেই এক স্বরে উত্তর দিবেন——"স্ত্রী পুত্র বিহীন হইয়া সংসারী হওয়া অপেক্ষা যথা শাস্ত্র বিধবা বিবাহ করিতে যদি সমাজচ্যুত হইতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, এরূপ সমাজের মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর।")

(নিম্নশ্রেণীর সকল জাতির মধ্যেই সচরাচর দেখা যায় যে অনেকে নিরপরাধিনী প্রাণসমা প্রিয়তমা বিধবা কন্যাকে দয়া মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভেকধারী বৈষ্ণবের হস্তে জন্মের মত বিসর্জ্জন করিয়া থাকে; তথাপি শাস্ত্র সম্মত যুক্তি সঙ্গত বিধবা বিবাহ বিধির অনুসরণে প্রস্তুত নয়। কি আশ্চর্য্য! ধন্য দেশাচার! তোমারই বলে অকার্য্য কার্য্য হইতেছে, কার্য্যও অকার্য্য হইতেছে, তোমার আধিপত্য এক কালে অপসারিত না হইলে হিন্দুসমাজের আর মঙ্গল নাই।

(৫)

এই প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত না থাকায় সমাজে যে কত দূর পর্য্যন্ত অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে তাহা আমরা এক বারও ভাবিয়া দেখিনা। নর-হত্যা ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি পাপে দেশ উৎসন্ন যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে; (দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা সকলের মনে আনন্দে বিরাজ করিতেছে। রোগ, শোক অকাল মৃত্যু প্রভৃতি সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বেড়াইতেছে। কাহারও মনে আনন্দ নাই উৎসাহ নাই, সাহস নাই সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি নাই সুতরাং দিন দিন হিন্দু সমাজ অকর্ম্মণ্য এবং নির্ব্বংশ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।) (দরিদ্র ব্যক্তিগণের ত এখন বিবাহের সাধ্যই নাই, পণ সংকু-লনে জীবনের অর্দ্ধেকাংশ অতিবাহিত করিয়া যাহারা সৌভাগ্য ক্রমে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন, পর দিন "কি খাইবেন" ইত্যাকার ভাবনায় তাঁহাদিগকে বিব্রত হইতে দেখা যায়। পরে হয়তঃ পরস্পরের বয়সের ন্যূনাতিরিক্ত প্রযুক্ত দিন যামিনী জ্বালাতনে জ্বলিত, লোকের নিকট লজ্জিত এবং ঘৃণিত হইতেও পারেন। মৃতস্ত্রীক ধনী হইলেও বয়সের আতিশয্য প্রযুক্ত এই প্রথা প্রচলিত না থাকায় অনেকেরই এদুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। ধনে তাহাদের এ দুর্দ্দশা বিনিময় হইবার নহে।) (যাহাহউক যে কার্য্য শাস্ত্র সঙ্গত, যুক্তি সঙ্গত যাহার প্রচলনে হিন্দু জাতির প্রত্যেকেরই মহোপকার সাধিত এবং এতাদৃশ মহাঅনিষ্ট এবং মহা পাপের নিবৃত্তি হইতে পারে এরূপ কার্য্যোদ্ধারে জীবন পণও অবিধি নহে সামাজিক ভয় ত তুচ্ছ কথা। যে ব্যক্তি এই কার্য্যের একান্ত পক্ষপাতী এবং উদ্যোগী তিনিই ধন্য।) (হিন্দু মাত্রেরই এই কার্য্যে একান্ত যত্ন এবং উৎসাহ থাকা উচিত, যেহেতু কেহই একথা বলিতে পারেন না "আমার পরিবারস্থ সকলে চির কাল নিষ্কলঙ্কে কালাতিপাত করিতে পারিবেক,,। যাহারা দেশা-চারের অনুরোধে এভয়েও ভীত নয়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। হে পাঠকবর্গ! তোমরা কেবল মাত্র সাহসকে সম্বল কর। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরী পতন,, এই ধারণায় নিজ নিজ হৃদয় প্রশস্ত এবং দৃঢ় করিয়া কার্য্য ক্ষেত্র প্রবেশ কর। যত্ন কখন নিষ্ফল হয় ন। কার্য্য সিদ্ধ হবেই হবে।) (দেখ বৈরাগীরা যখন বৈষ্ণবী রাখিয়াও হিন্দু সমাজে আদরণীয় হইতেছে,

ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা জ্ঞান কৃত যবনী সংসর্গ করিয়াও যখন সমাজে প্রচলিত রহিয়াছেন, তখন তোমাদের এই শাস্ত্র সঙ্গত এবং যুক্তি সঙ্গত কার্য্য কোন্ ব্যক্তি কুকার্য্য বলিয়া গণ্য করিতে পারেন ? যে সমাজে প্রতিদিন ভ্রূণ হত্যা রূপ মহাপাপ সংঘটিত হইতেছে সে সমাজ পরিত্যাগে কিছু মাত্র ক্ষোভের কারণ নাই বরং পুণ্যই আছে।

(৬)

মানুষের রীতি নীতি ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং ক্ষমতা বুঝিয়া শাস্ত্রকারেরা এক এক যুগে এক এক ধর্ম্ম শাস্ত্র বিধি বদ্ধ করেন। সত্য যুগে মনু, ত্রেতায় গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ, এবং কলিতে পরাশর ধর্ম্ম শাস্ত্র বিধি বদ্ধ করেন, সুতরাং তন্নিরূপিত ধর্ম্ম শাস্ত্রই কলিযুগের পক্ষে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য।

'পরাশর গ্রহণন্তু কলিযুগাভিপ্রায়ং
সর্ব্বেষ্বপি কল্পেষু পরাশর স্মৃতে
কলিযুগ ধর্ম্ম পক্ষ পাতিত্বাৎ
প্রায়শ্চিত্তেষ্বপি কলি বিষয়েষু
পরাশর প্রাধান্যেনাদরণীয়'

অর্থাৎ কলিযুগের অভিপ্রায়ে পরাশরের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে যেহেতু সকল কল্পেই কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও পরাশরকে প্রধানরূপে মান্য করিতে হইবেক। ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরের উদ্দেশ্য এবং কলিযুগের ধর্ম্ম বিষয়ে অন্যান্য মুনির অপেক্ষা পরাশরের মতই প্রধান।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে।

(পরাশর সংহিতা।)

অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে ক্লীব

স্থির হইলে অথবা পতিত হইলে এই পঞ্চস্থলে পরাশর স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের বিশেষ বিধি প্রদান করিতেছেন।

কুলশীল বিহীনস্য পণ্ডাদি পতিতস্যচ
অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগিনাং বেশধারিনাম
দণ্ডামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াংথৈবচ।
(উদ্বাহতত্ত্বো দ্ধৃত বশিষ্ঠ বচন।)

অর্থাৎ কুল শীল বিহীন ক্লীবাদি পতিত অপস্মার রোগগ্রস্থ যথেষ্টাচারী চিররোগী অথবা বেশধারী এরূপ ব্যক্তির সহিত যে কন্যার বিবাহ হয় তাহাকে এবং সগোত্র কর্ত্তৃক বিবাহিতা কন্যাকে হরণ করিবেক অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তির সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিবেক।

সতু যদ্যন্য জাতীয়ঃ পতিত ক্লীব এববা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোবা দাসোদীর্ঘাময়োহপি।
উঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ মহাভরণ ভূষণা।
(পরাশর ভাষ্য নির্ণয় সিন্ধুধৃত কাত্যায়ন বচন)

অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায় সে ব্যক্তি যদি অন্য জাতীয় পতিত ক্লীব যথেষ্টাচারী, সগোত্র দাস অথবা চিররোগী হয় তাহা হইলে বিবাহিতা কন্যাকেও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া পুনরায় অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

(৭)

বিধবা গণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই, তোমরা স্বভাব সিদ্ধ সরলতা পরবশ হইয়া এ কার্য্যে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ কর, তাহ'তে অধর্ম্ম এবং লোক নিন্দার কারণ নাই। একার্য্যে পুরুষের মত তোমাদেরও প্রকাশ্যে যত্নশীলা হওয়া আবশ্যক। অজ্ঞ ধর্ম্মান্ধ অভিভাবকের ভয়ে দেশাচারের অনুরোধে পুনর্ব্বিবাহ বিধি উপেক্ষা করিয়া সংগোপনে মন্দ কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরতা হও। তোমরা বালিকানহ ন্যায় অন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছ। পুন র্ব্বিবাহে আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলে তদনুযায়ী

কার্য্যানুষ্ঠানে ব্রতী হও। দুর্দ্দম রিপুসংযম্ করিতে একান্ত অসমর্থা হইলে শাস্ত্র বিধিমত পুনর্ব্বিবাহিতা হইয়া জাতি এবং ধর্ম্ম রক্ষা কর। অন্যথা ব্যাভিচার এবং ভ্রূণ হত্যা পাপ প্রবাহ বিস্তার করিয়া দেশাচারের অনুরোধে দেশ ভাসাইও না।

(৮)

বিধবা গণের শাস্ত্র মত পুনর্ব্বিবাহ বিধি প্রচলন করিবার জন্য কতিপয় দেশ হিতৈষী মহাশয়ের প্রযত্নে আট ঘরিয়া এবং বাগবাটী গ্রামে গোয়ালন্দ মূল কমিটীর দুইটী শাখা কমিটী সংস্থাপিত হইয়াছে। আট ঘরিয়া কমিটীতে শ্রীযুক্ত উৎসব নারায়ণ চক্রবর্ত্তী সেক্রেটরী, শ্রীযুক্ত কাশী বিহারী লাহিড়ী সহকারী সেক্রেটরী, শ্রীযুক্ত রমণী মোহন সিংহ সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ মৌলিক ও শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার তালুকদার সহকারী সম্পাদক, নিযুক্ত হইয়াছেন। বাগবাটী কমিটীতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চরণ রায় সেক্রেটরী, শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র রায় সহকারী সেক্রেটরী, শ্রীযুক্ত যাদব চন্দ্র রায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায়, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। * এই চিহ্নিত স্বাক্ষরকারী গণ বিশেষতঃ শাখা কমিটী দ্বয়ের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন।

মূল কমিটীতে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সোমদ্দার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। † এই চিহ্নিত স্বাক্ষর কারীগণ মূল কমিটীর মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ৯৬ নং ভবনে যে একটী কমিটী সংস্থাপিত হইয়াছে সেই কমিটীর প্রধান অধ্যক্ষ বাবু শরচ্চন্দ্র বসু বি, এ, মফঃস্বল সমূহে এই প্রথা প্রচলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কমিটীর সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত কমিটী সকলের সম্পূর্ণ সংশ্রব থাকিল।)

প্রতিজ্ঞাপত্র।

আমরা এতদ্দ্বারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহারা পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী আর্য্য জাত্যুচিত বিধবা বিবাহ করেন, আমরা তাহাদিগকে

সমাজ চ্যুত না করিয়া আমাদের সমাজ ভুক্ত করিয়া পূর্ব্বমত একত্র আহার ব্যবহারাদি ও আদান প্রদান করিতে কখনই অস্বীকার করিব না; যদি করি তবে প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট রূপ পাপ আমাদের উপর অর্শিবে।

বিধবা বিবাহের নিয়মাবলী।

১। অসবর্ণ বা অসম শ্রেণীক বিধবা বিবাহে আমরা এই নিয়মে বাধ্য হইব না।

২। যে বিধবা সন্তান প্রসব না করিয়াছে এমন বিধবা ব্যতীত অন্য বিধবা বিবাহে আমরা প্রতিজ্ঞানুযায়ী বাধ্য নহি।

৩। পুর্ব্বোক্ত নিয়ম দ্বয়ানুযায়ী বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত কন্যার বিবাহে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

৪। বিধবার গর্ভজাত পুত্র কন্যার সহিত আমাদের পুত্র কন্যাদির বিবাহ দিতে কোন আপত্তি নাই।

৫। উপরোক্ত নিয়ম ব্যতিরেকে যিনি বিধবা বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইবেন তিনি পূর্ব্বোক্ত কমিটী সকলের নিকট মত গ্রহণ করিয়া বিবাহ না করিলে আমরা তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞানুযায়ী বাধ্য নহি।

৬। উপরের নিয়মানুযায়ী যিনি বিধবা বিবাহ করিবেন তাঁহার সমাজ সংকুলনের ভার এবং ব্রাহ্মণ সংগ্রহের ভার আমরা অকপটে লইতেছি।

৭। উপরের লিখিত নিয়মাদি ভিন্ন অতিরিক্ত কোন নিয়ম সময়ান্তরে প্রচলন করিতে আবশ্যক হইলে কমিটী সকলের মত লইয়া করা যাইতে পারিবেক।

(৯)

শ্রীঅভয়চরণ চক্রবর্ত্তী,	আটঘরিয়া।
শ্রীঅযোধ্যানাথ দোবে, *	শিবনাথপুর।
শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা, *	এড়ণদহ।
শ্রীঈশানচন্দ্র অধিকারী,	বিষ্ণুপুর।
শ্রীঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, *	বাগবাটী।

শ্রীঈশানচন্দ্র তালুকদার, * বাগবাটী।
শ্রীঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, * ঘুড়কা।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, * জোকনালা।
শ্রীউৎসবনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, আটঘরিয়া।
শ্রীউমাকমল চক্রবর্ত্তী, বয়ড়া।
শ্রীকরুণাময় চক্রবর্ত্তী মালিগাঁতি।
শ্রীকালীকুমার তালুকদার, † ধোপাদহ।
শ্রীকালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, † গোয়ালনন্দ।
শ্রীকাশীকান্ত শিরোমণি, সগুণা।
শ্রীকাশীবিহারী লাহিড়ী, কুমরুল।
শ্রীকৃপানাথ চক্রবর্ত্তী, * বাগবাটী।
শ্রীকৃপানাথ চক্রবর্ত্তী, † গোয়ালনন্দ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, * জামালপুর।
শ্রীকৃষ্ণবন্ধু চৌধুরী, * ঘুড়কা।
শ্রীকৃষ্ণসুন্দর তালুকদার, * বাগবাটী।
শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ছোনগাছা।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র তালুকদার, * এড়ণদহ।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, * জোকনালা।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, † গোয়ালনন্দ।
শ্রীগঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী শিমলা।
শ্রীগদাধর চক্রবর্ত্তী, ঐ
শ্রীগোবিন্দসুন্দর ভাদুড়ি, ঐ
শ্রীচন্দ্রনাথ বাগচি, নলছিয়া।
শ্রীচন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, † গোয়ালনন্দ।
শ্রীজগচ্চন্দ্র বৈষ্ণব, † থলাশি।
শ্রীজানকীনাথ সান্ন্যাল, † থলাশি।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার সান্ন্যাল, * সলপ।
শ্রীদাগুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ছোনগাছা।

শ্রীদীননাথ চক্রবর্ত্তী, †	সায়েস্তাপুর।
শ্রীদুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী,	বাগবাটী।
শ্রীদুর্গাচরণ সোমদ্দার,	বেনেটোলা।
শ্রীপীতাম্বর ভৌমিক, †	ভাদরা।
শ্রীপুলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, *	বাগবাটী।
শ্রীপ্রসন্নকুমার তালুকদার, †	ধোপাদহ।
শ্রীবিজয়গোবিন্দ অধিকারী,	আটঘরিয়া।
শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, †	পানপাড়া।
শ্রীবিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়, †	পদমদি।
শ্রীবৃন্দাবন অধিকারী, *	কাওয়াখোলা।
শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মা,	ভূঞাগাঁতি।
শ্রীভগবানচন্দ্র গোস্বামী, †	কাঠুরি।
শ্রীভবানীকান্ত ভট্টাচার্য্য, *	বাগবাটী।
শ্রীমথুরানাথ মৌলিক,	আটঘরিয়া।
শ্রীমহিমচন্দ্র বাগচি, *	কুমকল।
শ্রীমহিমচন্দ্র রায়,	দৌলৎগঞ্জ।
শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, †	গোয়ালনন্দ।
শ্রীমহেশচন্দ্র ঘটক,	ঘুড়কা।
শ্রীযজ্ঞেশ্বর সান্যাল, †	কুমারখালি।
শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, *	ভাঙ্গাবাড়ী।
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	ইছাপোলা।
শ্রীরমণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, *	মালিগাতি।
শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, *	পেচাকোলা।
শ্রীরসিকমোহন ভট্টাচার্য্য, *	বৈলতলা।
শ্রীরাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, *	কোদলা।
শ্রীরামচন্দ্র চূড়ামণি, *	কোদলা।
শ্রীরামদয়াল ভাদুড়ি, *	কাওয়াখোলা।
শ্রীরামজয় তালুকদার, *	এড়ণদহ।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য, *	বাগবাটী।
শ্রীরোহিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য, *	ঘুড়কা।
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, *	দরবস্ত।
শ্রীশরচ্চন্দ্র সান্ন্যাল, †	কুমারখালি।
শ্রীশশিভূষণ বৈষ্ণব, †	খলাশি।
শ্রীশ্যামাকিশোর চক্রবর্ত্তী, *	তেতুলিয়া।
শ্রীসতীশচন্দ্র সান্ন্যাল, †	করঞ্জা।
শ্রীসতীশচন্দ্র রায়,	ছোনগাছা।
শ্রীসুখদাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, †	আটঘরিয়া।
শ্রীহরচন্দ্র মৈত্র,	ঘুড়কা।
শ্রীহরনাথ অধিকারী, *	জোকনালা।
শ্রীহরিনাথ বাগচি, †	বাগবাটী।
শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী,	গোয়ালনন্দ।
শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, *	বৈলতলা।
শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন, *	বাগবাড়ী।
শ্রীঈশানচন্দ্র সেন, *	পাটগ্রাম।
শ্রীউমেশচন্দ্র সেন,	বাগবাটী।
শ্রীকালীচন্দ্র রায়,	ঐ
শ্রীকামিনীকুমার ভারা, *	জোকনালা।
শ্রীকৃষ্ণচরণ রায়, *	বাগবাটী।
শ্রীকৃপানাথ দাস,	জামতৈল।
শ্রীকৃষ্ণলাল রায়,	মালিগাঁতি।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায়,	বাগবাটী।
শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন, *	বাগবাটী।
শ্রীগোপালচন্দ্র বিশ্বাস,	ঐ
শ্রীগোবিন্দনাথ গুপ্ত, *	মালিগাতি।
শ্রীজীবনকৃষ্ণ রায়,	জামতৈল।
শ্রীগোবিন্দবন্ধু দাস, *	বাগবাটী।

শ্রীজগদ্বন্ধু দাস,	জামতৈল।
শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়, *	বাগবাটী।
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রায়, *	জামতৈল।
শ্রীদীনবন্ধু সেন, *	মালিগাতি।
শ্রীঅভয়কৃষ্ণ রায়,	জামতৈল।
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, *	জিয়ারপাড়া।
শ্রীনীলমাধব রায়, *	ঘোড়াচড়া।
শ্রীপুলিনচন্দ্র রায়, *	জামতৈল।
শ্রীপ্রসন্ননাথ সেন,	মালিগাঁতি।
শ্রীপ্যারিলাল সেন,	বাগবাটী।
শ্রীপ্রসন্ন কুমার সেন, *	জামতৈল।
শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ সেন,	বাগবাটী।
শ্রীবনমালী রায়,	জামতৈল।
শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ সেন, *	বেজগাতী।
শ্রীব্রজলাল রায়,	বাগবাটী।
শ্রীভবানী কিশোর ভায়া, *	জোকনালা।
শ্রীমনো মোহন সেন,	মালিগাঁতি।
শ্রীমধু সূদন রায়,	বাগবাটী।
শ্রীমহেশ চন্দ্র গুপ্ত, *	মালিগাঁতি।
শ্রীমহিম চন্দ্র সেন, *	জামতৈল।
শ্রীমহেশ চন্দ্র রায়, *	বাগবাটী।
শ্রীমুকুন্দ চন্দ্র সেন, *	বাগবাটী।
শ্রীযদু নাথ সেন,	বেজগাতি।
শ্রীযাদব চন্দ্র রায়,	বাগবাটী।
শ্রীযোগেশ চন্দ্র সেন, *	বাগবাটী।
শ্রীরজনী নাথ রায়, *	ব্রহ্মগাছা।
শ্রীলালন চন্দ্র নিয়োগী, *	সয়দাবাদ।
শ্রীশশাঙ্কশেখর সেন, *	বাগবাটী।

শ্রীশ্রীচন্দ্র সেন, * বাগুড়িয়া।
শ্রীসতীশকমল সেন, * বাগবাটী।
শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, * ঐ
শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, * ঐ
শ্রীহরিচরণ রায়, * ঐ
শ্রীহরিচরণ দাস, * মালিগাতি।
শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন, বাগবাটী।
শ্রীঅভয়চরণ চন্দ, মেরুয়াখোলা।
শ্রীঅমৃতলাল সিংহ, * সিমলা।
শ্রীআনন্দচন্দ্র নন্দি, জামতৈল।
শ্রীঈশানচন্দ্র সরকার, ঝাপড়া।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেব, সিমলা।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুণ, * ভদ্রঘাট।
শ্রীউমানাথ দত্ত তেঘড়ি।
শ্রীকালীচরণ দত্ত, ভূঞাগাতি।
শ্রীকাশীনাথ বিশ্বাস, * শিমলা।
শ্রীকৃপানাথ রায়, কল্যাবাড়ী।
শ্রীকৃষ্ণকাঙ্গালী বসু, রাঢ়ীপাড়া।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, সিমলা।
শ্রীকৃষ্ণনাথ দে, অলোরা।
শ্রীকুঞ্জবিহারী গুণ, কুশাহাটা।
শ্রীকৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক, কোদলা।
শ্রীকেশবনাথ বিশ্বাস, * বেলতা।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র নিয়োগী, কল্যাবাড়ী।
শ্রীকোকনচন্দ্র দে, শিমলা।
শ্রীগঙ্গাধর সরকার, রাধানগর।
শ্রীগিরিশচন্দ্র নেউগী, কল্যাবাড়ী।
শ্রীগিরিশচন্দ্র পাল, ঝাপড়া।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সরকার,	ঐ
শ্রীগুরুচরণ সরকার,	লক্ষীকোলা।
শ্রীগুরুদাস তালুকদার, *	বুলাকিপুর।
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ,	মেরুয়াখোলা।
শ্রীগোপীনাথ দাস,	ফুলবাড়ী।
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার,	কোদলা।
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার,	তেঘরি।
শ্রীগোলোক বিহারী গুহ, *	বাসুদেব কোল।
শ্রীচণ্ডী চরণ গুহ,	বেলতা।
শ্রীচন্দ্র নাথ ধর,	ফতেপুর।
শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ রায়, *	হুসেনপুর।
শ্রীজগৎ গোবিন্দ বসু, *	নগরবাড়ী।
শ্রীজগন্নাথ আচার,	বনাপড়া।
শ্রীতারক নাথ দাস দাস,	সিমলা।
শ্রীদীন নাথ ঘোষ,	কলিকাতা।
শ্রীদীন বন্ধু তালুক দাব, *	ধুবিল।
শ্রীদীন বন্ধু দেব,	মালিগাতি।
শ্রীদ্বারকা নাথ নাথ,	মেরুয়াখোলা।
শ্রীদ্বারকা নাথ সরকার,	বনাপড়া।
শ্রীনব কুমার সিংহ, *	সিমলা।
শ্রীনবীন চন্দ্র সরকার,	ইচিলাচাঁদা।
শ্রীনিত্যানন্দ বিশ্বাস,	ভাদুকুড়া।
শ্রীনীল কণ্ঠ চাকি,	সোণাতলা।
শ্রীপরমা নন্দ বিশ্বাস,	নৈলী।
শ্রীপীতাম্বর দত্ত, *	হুসেনপুর।
শ্রীপ্রসন্ন নাথ দত্ত,	ঝাপড়া।
শ্রীবনমালী লাল দাস,	গাড়ুদহ।
শ্রীমথুরা নাথ ঘোষ, *	গোড়দিয়া।

শ্রীবিশ্ব নাথ দত্ত,	পোর জনা।
শ্রীমথুরা নাথ নন্দি,	সোরুই।
শ্রীমহেশ চন্দ্র চন্দ,	তেঘরি।
শ্রীমহেশ চন্দ্র দেব,	কুশাছাটা।
শ্রীরজনী কান্ত ভূমিক,	গোবিন্দপুর।
শ্রীরমণী মোহন সিংহ,	সিমলা।
শ্রীরাম কমল দে,	তেঘরি।
শ্রীরাম কুমার সিংহ,	কোদলা।
শ্রীরাম দুলাল সেন,	তেঘরি।
শ্রীরাম লোচন তালুকদার, *	সগুণা।
শ্রীরোহিণী প্রসাদ তালুকদার, *	বেটখৈর।
শ্রীললিত মোহন বিশ্বাস, *	সিমলা।
শ্রীচন্দ্র নাথ ধর,	ফতেপুর।
শ্রীশ্রীনাথ দে,	তেঘরি।
শ্রীসদা শিব তালুকদার, *	সিমলা।
শ্রীহর কিশোর নন্দি,	সিমলা।
শ্রীহর লাল সিংহ, *	ফুলজোর।
শ্রীহরি কিশোর গুহ, *	মধ্যভাগ।
শ্রীহরিশ্ চন্দ্র ঘোষ,	তেঘরি।
শ্রীহরি দাস দত্ত,	সৈলী।
শ্রীহরি বোলা ভূমিক,	মোকিমপুর।
শ্রীহরিশ চন্দ্র গুহ, *	আটঘরিয়া।
শ্রীহরেন্দ্র প্রসাদ সিংহ, *	সিমলা।
শ্রীহরি লাল রায়,	ঘুড়কা।
শ্রীকালী চন্দ্র দে,	বাগবাটী।
শ্রীনিত্যানন্দ দে,	বাগবাটী।
শ্রীরমা নাথ সিংহ,	ঐ।
শ্রীরাজ চন্দ্র ভাট,	ঐ।

শ্রীপ্যারীমোহন রাহা,	নারায়ণপুর।
শ্রীহরি নাথ দাস,	বাগবাটী।
শ্রীঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	ঝুনকাইল।
শ্রীজগদ্বন্ধু আচার্য্য,	ব্রহ্মগাছা।
শ্রীহরিদয়াল পোদ্দার,	গাড়ুদহ।
শ্রীহরি নাথ পোদ্দার,	ভুঞাগাঁতি।
শ্রীমহা ভারত প্রামাণিক,	বাগবাটী।
শ্রীমাধব চন্দ্র চন্দ,	কোদলা।

(১০)

আমরা নিম্নের স্বাক্ষরকারিগণ ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমাদের জাতি মধ্যে শাস্ত্র মত বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ প্রথা যত শীঘ্র প্রচলন করিতে পারি সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিব। কোন কারণে অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলে ব্রহ্ম হত্যা গোহত্যা প্রভৃতি পাপ আমাদের উপর আরোপিত হইবেক এই নিয়মে ব্রাহ্মণ ও নিজ সমাজ সমক্ষে তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক আমরা নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।১২৮৮। ১২ই পৌষ। মালিগাঁতি।

শ্রীরাম সুন্দর শীল,	শিয়ালকোল।
শ্রীউদয় চন্দ্র শীল,	ভদ্রঘাট।
শ্রীবাঁশী শীল,	ছোনগাছা।
শ্রীকুড়ান চন্দ্র শীল,	তেতুলিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ নাথ শীল,	চালা।
শ্রীগগন চন্দ্র শীল,	বামনভাগ।
শ্রীগোবিন্দ শীল,	সিংড়াবাড়ী।
শ্রীগোপী শীল,	ধর্ম্মদাস গাঁতি।
শ্রীপঞ্চানন শীল,	মালিগাঁতি।
শ্রীরাজ চন্দ্র শীল,	বরিণাকাঁদি।
শ্রীগুরুচরণ শীল,	এড়ণদহ।
শ্রীমধুসূদন শীল,	ভদ্রঘাট।

শ্রীনবীন চন্দ্র শীল,	বাগবাড়ি।
শ্রীগয়া নাথ শীল,	শিবনাথপুর।
শ্রীরমানাথ শীল,	এড়ণদহ।
শ্রীকৃষ্ণসুন্দর শীল,	তেলকুপি।
শ্রীনবীন চন্দ্র শীল,	হাটবয়ড়া।
শ্রীশ্রীনাথ শীল,	বিষ্ণুপুর।
শ্রীজয় নারায়ণ শীল,	ডুমুর।
শ্রীরমানাথ শীল,	দণ্ডবাড়ী।
শ্রীরাধা নাথ শীল,	শুভগাছা।
শ্রীনদিয়া চাঁদ শীল,	জোলাগাতি।
শ্রীঅনুপ চন্দ্র শীল,	গান্দাইল।
শ্রীহরি দাস শীল,	কুটারগাঁতি।
শ্রীহরি দাস শীল,	রায়পুর।
শ্রীহরি বোলা শীল,	পোড়াবাড়ী।
শ্রীজদ্বন্ধু শীল,	হাটবয়ড়া।
শ্রীঝাপর শীল,	ঐ।
শ্রীকৃষ্ণ মোহন শীল,	কাওয়াখোলা।
শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র শীল,	ঐ।
শ্রীসুন্দর শীল,	গণেরগাঁতি।
শ্রীশ্রীনাথ শীল,	বেড়ারকোণা।
শ্রীগোবিন্দ শীল,	ঐ।
শ্রীকার্ত্তিক শীল,	জিয়ারপাড়া।
শ্রীগোবিন্দ শীল,	বড়কয়ড়া।
শ্রীঈশান শীল,	নাকালিয়া।
শ্রীশ্রীনাথ শীল,	গাবশাড়া।
শ্রীকৃষ্ণ শীল,	শিয়াল খোল।
শ্রীহরি শীল,	হাটবয়ড়া।
শ্রীঈশান চন্দ্র শীল,	খামার নেছড়া।

শ্রীহরি শীল	ধানগড়া।
শ্রীজয়নাথ শীল	ব্রহ্মগাছা।
শ্রীবাঞ্ছারাম শীল	কুড়ালিয়া।
শ্রীপামোছা শীল	শিঙ্গড়াবাড়ী।
শ্রীগোপীনাথ শীল	বড় বয়ড়া।
শ্রীকাঙ্গিরাম শীল	কুড়ালিয়া।
শ্রীঠাকুরদাস শীল	জৈগাতি।
শ্রীপ্যারীমোহন শীল	বাগাটী।
শ্রীদীনবন্ধু শীল	বুকঙ্গি।
শ্রীরামজয় শীল	বুরুঙ্গি।
শ্রীরামচন্দ্র শীল	রতনকাঁদি।
শ্রীরাজনাথ শীল	বুরুঙ্গি।
শ্রীভীমচন্দ্র শীল	ভূতবাড়ী।
শ্রীহরিবোলা শীল	বাগাটী।
শ্রীবৈকুণ্ঠ শীল	গান্দিয়াল।
শ্রীহরনাথ শীল	ঐ
শ্রীদ্বারকানাথ শীল	গান্দিয়াল।
শ্রীশ্যামসুন্দর শীল	সিমলা।
শ্রীমহরচন্দ্র শীল	চককেদার।

(১১)

যদি এই কার্য্যের উপকারিতা কেবলমাত্র যুক্তিশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিত তবে হিন্দু পাঠকবর্গের সমক্ষে এ বিষয় উপস্থিত করিতে কখনই সাহসী হইতাম না। শাস্ত্র আছে বলিয়াই উপস্থিত করিতেছি।

এই প্রথা হিন্দু সমাজে যে একেবারে অপ্রচলিত, এমত নহে। মণিপুর প্রদেশে নিম্নশ্রেণীর কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে এই প্রথা সর্ব্বথা প্রকারে প্রচলিত আছে। উড়িষ্যা প্রদেশে ও উত্তরাঞ্চলে নিম্ন শ্রেণীস্থ জাতি সকলের মধ্যে এবং আমাদের দেশস্থ কোন কোন নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও এই প্রথার প্রচলন দেখা যায়। আজকাল

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ নিজ সমাজে এই প্রথা প্রচলন করিয়া লোকদিগকে আপনাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন *। আমরা কেবল চির কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই সদনুষ্ঠানের প্রতি একেবারে উদাসীন ব্রত অবলম্বন করিয়া নিরুদ্বেগে কালাতিপাত করিতেছি। দেশাচারের অনুরোধে সংগোপনে নানারূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া লোকসমাজে আপন আপন বিধবা দুহিতাগণের সতীত্ব রক্ষার্থে প্রয়াস পাইতেছি। একটী পাপ গোপন করিতে গিয়া শত শত পাপানল প্রজ্বলিত করিতেছি। তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে রাজ দ্বারে দণ্ডিত, এবং চতুর্দ্দিকস্থ শিক্ষিত জাতি সকলের নিকট ঘৃণিত অপদস্থ এবং হাস্যাস্পদ হইয়া কাপুরুষত্বের পরিচয় প্রদান করিতে হইতেছে। কেহ উৎসাহ বাক্যে এই কার্য্যে উত্তেজিত করিয়া দিলেও আমাদের চৈতন্য হয় না, ধর্ম্মের যথার্থ পথ দেখাইয়া দিলেও চিরকুসংস্কার ও দেশাচাররূপ ঘোর অন্ধকারে সে পথ দর্শন করিতে সক্ষম হই না। এই সদনুষ্ঠানের উপদেশ বাক্য প্রলাপ বাক্য মনে করি, কখনও বা সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্ন বাক্যের ন্যায় "এই প্রথা প্রচলিত হইলে ত ভালই হয়" এ কথাও মধ্যে মধ্যে এক একবার বলিয়া উঠি। কি আশ্চর্য্য! যে একটী ধর্ম্মসম্মত সুপ্রথা প্রচলিত হইলে সমাজের এতাদৃশ অনিষ্টপরম্পরা একেবারে নিবারিত হইতে পারে, সেই কার্য্যোদ্ধারে নিশ্চেষ্ট হইয়া এরূপ ঔদাসীন্য এবং তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? ইহা মেঘসমুদ্ভূত বারিবিন্দু নহে কিম্বা প্রভাত কালীন সমীরণ নহে যে মনের তাদৃশ শ্রদ্ধা না থাকিলেও অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিব?

আমাদের হৃদয় আছে ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষমতা আছে, কিন্তু নিরপরাধিনী বিধবা কামিনীগণের পক্ষেই কেবল হৃদয় বিহীন হইয়া প্রতি নিয়ত অযথা অত্যাচার করিয়া আসিতেছি। বিধবা হইলেই তাহাদিগকে পাষাণ হইতে হয়, অন্তরের কষ্ট কষ্ট বলিয়া বোধ থাকে না, এই আমাদের ধারণা। পুরুষ মৃতস্ত্রীক হইলে যত বার ইচ্ছা বিবাহিত হইতে পারেন, বিধবার

---

* এডুকেশন গেজেট_১৬ ই পৌষ ১২৮৮।

পক্ষেই কেবল (বিধি থাকা সত্ত্বেও) এ বিধি অবিধি, " এই আমাদের বিচার! পুরুষের ন্যায় ইহাদেরও হৃদয় আছে মন আছে সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে, একথা দৃঢ় জ্ঞান করিয়া সমাজের কয় জন এইরূপ সামাজিক অযথা অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে প্রস্তুত ও সাহসী ?)

বিধবাগণ, তোমরা কোন্ পাপে এত দূর অভাগিনী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বুঝিতে পারি না।)

(১২)

(হে সহৃদয় বন্ধুগণ! আসুন, সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া সমাজের এই দুরপনেয় কলঙ্ক দূর করিতে অগ্রসর হই। স্নেহের পুতলী সহোদরার অন্তরেব নিদারুণ যাতনা দূর করিতে জীবন উৎসর্গ করি।) অগ্রসর হউন, সকলে অকপট হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করি, মৃত্যুর পুর্ব্বে যেন সমাজকে নিষ্কলঙ্ক দেখিতে পাই। প্রাণ যায় যাউক, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা সাধন করিতে কখনও বিমুখ হইব না। কর্ত্তব্য সাধনে কষ্ট পাইতে হয় তুচ্ছ জ্ঞান করিব, উৎপীড়ন সহিতে হয় বক্ষঃ প্রসারণ করিয়া সহ্য করিব; আসুন প্রত্যেকে এইরূপ সাধু সংকল্প করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি;)

(আমাদের প্রত্যেকের শক্তি পৃথক ভাবে দেখিতে গেলে নিতান্ত ক্ষুদ্র সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ক্ষুদ্র শক্তির কতকগুলি একত্র সম্মিলিত হইলে কি কোন মহৎ কার্য্য সাধনে সমর্থ নহে ?) তাই বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, বঙ্গীয় কৃতবিদ্য যুবকগণ! যদি আপনাদের হৃদয় থাকে, যদি দেশের জন্য বিন্দুমাত্রও মমতা থাকে, যদি প্রকৃত সুখ ও শান্তির আশা থাকে, তবে আসুন সমাজের এই অযথা অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। একবার চক্ষু মেলিয়া দেখুন, কর্ণ পাতিয়া শুনুন, বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কত শত শত নিরপরাধিনী সরলা বিধবা বালা অধীর হইয়া কাঁদিয়া মেদিনী ভাসাইতেছে; আবার অপর দিকে দৃষ্টিপাত করুন, কত পতিহীনা হতভাগিনী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিপথগামিনী হইতেছে, পাপের স্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছে। শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ! একবার জাগত হও;

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি আর নিদ্রিত থাকা সম্ভব? সমাজের দুর্গতি দেখিয়া এক বার উত্তেজিত হও। উচ্চ শিক্ষার স্বার্থকতা সম্পাদন কর। নতুবা আমাদের শিক্ষাতে ধিক্! অভিমানে ধিক্! আমাদের জীবনে ধিক্!

পরিশেষে পূজ্যপাদ প্রাচীন সম্প্রদায় সমীপে সবিনয় প্রার্থনা এই যে আপনারা আমাদের সমাজের নেতা, সমাজ আপনাদেরই আদেশানুসারে চলিতেছে। একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন সম্মুখে কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য; যে দৃশ্য দর্শনে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়; শত্রুর প্রাণও হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠে। অষ্টম বর্ষীয়া বিধবা, পতি কাহাকে বলে বুঝে না; কাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল জানে না অথচ পতিহীনা। প্রাণাধিকা আত্মজার চিরবৈধব্যজনিত বিষণ্নবদন দেখিয়াও কি আপনাদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতেছে না? আপনাদের হৃদয় কি এতই কঠিন? কোমল বালিকা হৃদয়ের অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিয়া কি আপনাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে না? একবার এ বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করুন; প্রাণপ্রতিম হৃদয়মণি আত্মজার নিদারুণ যাতনার বিষয় এক বার কল্পনা করুন। নিঃসন্দেহ আপনাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। পায় ধরিয়া বিনয় করিয়া কাতর স্বরে বলিতেছি, আমাদের এই সংকল্প সাধনে সহায় হউন, সমাজের এ কলঙ্ক দূর করিতে অগ্রসর হউন। আপানারা পিতৃস্থানীয়, আমাদের উপদেষ্টা, অনুকম্পা পুরঃসর এক বার সন্তানের সকাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে নিরপরাধিনী সরলা বিধবা বালিকাদিগের উদ্ধার করাই আমাদিগের প্রধান ব্রত। এক জন কি দুইজনের দ্বারা এ ব্রত সিদ্ধ হইবার নহে; অতএব ভরসা করি মহোদয় ব্যক্তি মাত্রেই আমাদিগের সহায় হইবেন।

[সম্পূর্ণ।]